OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 506 - 514
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রাজবংশী প্রবাদের ভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত

ড. নবনীতা বর্মন
Email ID: nabanita.mng@rediffmail.com
0009-0004-7847-924X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Rajbanshi, Proverb, Phonology, Morphology, Semantic, Syntax, Contextual aspects and Vocabulary.

Abstract
Language is a medium for the expression of human emotions. It has various artistic forms; one of its most important forms is the proverb. A proverb illustrates the cognitive articulation of one's daily life experiences. This experiential knowledge, filled with polish, conciseness, and emotional depth, adopts an artistic form. It comes from the mind of an individual and is eventually approved by the collective understanding of society. These expressions have been traditionally known within the community as proverbs. Therefore, a proverb is an intellectual, incisive, clear, concise, and lively medium for expressing the real truths of human life, steeped in artistic sensibility. Primarily, the origin and circulation of proverbs occur within the oral domain. Proverbs facilitate the effortless transmission, propagation, and preservation of the diverse and manifold experiences accumulated over the course of a long time. Every human society possesses its own unique set of life experiences; yet, in certain instances, the life experiences shared across nearly all human societies worldwide bear striking similarities. The central theme of the present essay is the linguistic perspective of Rajbanshi proverbs. Here, the proverbs prevalent within the Rajbanshi community have been analyzed and evaluated through the lens of linguistics. Since proverbs are created orally, they embody the spoken language of the people; consequently, the oral character of the language—rather than its written form—is predominantly reflected in proverbs. Accordingly, this essay is presented based on an examination of the linguistic elements of the Rajbanshi language as manifested within its proverbs. From a linguistic perspective, Rajbanshi proverbs have been analyzed from various linguistic viewpoints. The phonological, morphological, semantic, syntactic, and contextual aspects of Rajbanshi proverbs, along with their vocabulary, have been discussed from this linguistic viewpoint. However, it is important to note that beyond the mentioned topics, proverbs include several other linguistic features that have not been added in this discussion. This forms one of the limitations of the present essay.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। এর মাধ্যমে কোন জাতির প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের মৌখিক উচ্চারণে ভাষার রূপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। একই জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ধ্বনির বিশেষ উচ্চারণ ভঙ্গিমাটি লক্ষিত হয়। ভাষা ব্যবহারে মানুষ তার শ্রম লাঘব, সৌন্দর্য বৃদ্ধি, ভাবের প্রসার প্রভৃতি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং শব্দের নানান রূপ পরিবর্তন সাধিত হয়। কোন ভাষার নিজস্বতা এবং প্রাঞ্জল্যতা আসে তার শব্দভাণ্ডারের বৈচিত্র্যের দ্বারা। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষার নিজস্ব শব্দবৈচিত্র্যটি লক্ষণীয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষার প্রাঞ্জল নিদর্শন এই সমাজে প্রচলিত প্রবাদ বাক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আলোচ্য ভাষার প্রবাদের মধ্যে এই ভাষার প্রাচীন ও অর্বাচীন উভয় রূপটিই প্রকাশ পেয়ে থাকে। উক্ত ভাষায় প্রচলিত প্রবাদের বিভিন্ন পাঠান্তরগুলির মাধ্যমে এই ভাষার রূপের বিচিত্র্যতাও ফুটে ওঠে। বর্তমান প্রবন্ধে রাজবংশী ভাষার প্রেক্ষিতে এই ভাষায় প্রচলিত প্রবাদে উদ্ভাসিত ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১. রাজবংশী প্রবাদে ধ্বনিতত্ত্বগত প্রয়োগ : ভাষার প্রাথমিক উপাদান হল ধ্বনি। ভাষাবিজ্ঞানে সব রকমের ধ্বনি আলোচ্য নয়, কেবলমাত্র মানুষের বাগযন্ত্র নিঃসৃত ধ্বনিই আলোচিত হয়। ধ্বনি প্রত্যয় যোগে পদে পরিণত হয় এবং অর্থযুক্ত পদ শব্দে পরিণত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। রাজবংশী প্রবাদবাক্যের প্রেক্ষিতে ধ্বনিতত্ত্বগত দিক থেকে এখানে অপিনিহিতি এবং স্বরভক্তি মূলক শব্দযুক্ত রাজবংশী প্রবাদগুলি উল্লিখিত হল। যথা -

১.ক. অপিনিহিতি : অপিনিহিতি সম্পর্কে বামনদেব চক্রবর্তী (চক্রবর্তী, ২০১৪) বলেছেন—

> "শব্দের মধ্যে বা শেষে ব্যঞ্জনযুক্ত কোনো ই-কার বা উ-কার থাকিলে তাহাকে ব্যঞ্জনটির অব্যবহিত পূর্বেই উচ্চারণ করিয়া ফেলিবার রীতিকে অপিনিহিতি বলে।"[১]

অপিনিহিতি জাত বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ রাজবংশী ভাষায় করা হয়ে থাকে, যা প্রবাদ বাক্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। এর উদাহরণ স্বরূপ রাজবংশী প্রবাদের উল্লেখ করা হল নিম্নে। যথা -

- দই কিনি মাঝত খাল,
  কইনা আনি তার মাওটা ভাল।
- তামাসা **কইরতে কইরতে** গামছা হারায়।
- তুরুক মইরলে নাউয়ার কি?
  ব্যাল পাকিলে **কাউয়ার** কি?

এখানে অপিনিহিতি জাত শব্দগুলি হল - কন্যা>কইনা, করতে>কইরতে, মরলে>মইরলে, কাক>কাউয়া প্রভৃতি।

১.খ. স্বরভক্তি : "যুক্তবর্ণের উচ্চারণ ক্লেশ লাঘব করিবার জন্য দুই ব্যঞ্জনের মাঝে একটি স্বরধ্বনি আনিয়া বর্ণ দুইটিকে পৃথক করিবার রীতিকে স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ বলে।"[২] (চক্রবর্তী, ২০১৪)

- **"পীরিতি** মাটির ভাণ্ড,
  ভাঙ্গিলে হবে খণ্ড খণ্ড।"
- "নুনে আজা **ত্যালে** পাত্র,
  হলদি খালি অং মাত্র।"
- "**ধম্মের** কেন্দেলা বাসুদেব বাজায়।"

উক্ত প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে উল্লিখিত স্বরভক্তিমূলক শব্দগুলি হল - প্রীতি> পীরিতি, তৈল> ত্যাল, ধর্ম> ধম্ম প্রভৃতি।

২. রাজবংশী প্রবাদে রূপতত্ত্বগত প্রয়োগ : রাজবংশী প্রবাদে প্রকাশিত এই ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে অনুকার শব্দের প্রয়োগ, ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ এবং শব্দদ্বৈতের ব্যবহার প্রভৃতি উত্থাপিত করা হল।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. ক. অনুকার শব্দের প্রয়োগ : কোন মূল শব্দ, ধ্বনি বা অবস্থার অনুকরণে নতুন শব্দ সৃষ্টি হলে তাকে অনুকার শব্দ বলা হয়। অনুকার শব্দ অর্থের বিস্তার ঘটায়। বিভিন্ন ভাষায় অনুকার শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রাজবংশী প্রবাদের ভাষায় ব্যবহৃত অনুকার শব্দের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল -

- কাম নাই কামালির খালি **নাচোন কুদন**,
  ধান নাই গিরির জুড়ে তুষত বাখন।
- **খায় দায়** কোকায়, কোনবা দ্যাওয়ে ঝোকায়।
- **খায়া দায়া** থাকে তাক কই ধন,
  মরিয়া সরিয়া থাকে তাক কই জন।
- নিজের বেলাত্ **সারি সুরি,**
  পরাক্ কবার এক্তিয়ারি।
- বিলোত্ নাই মচ্ছ বগা ক্যানে পড়ে,
  ঐ মত নারির যৈবন **উড়াং বাইরাং** করে।
- ধনী ধনী মেলা আনধা ভাতোত্ দিলো ঠ্যালা
  ডাইল শাক খাউক বেশী
  তেঁও মারি ফেলাইল্ খোঁসী
  প্যাটভত্তি খাইল্, **গল্‌ফে সল্‌পে** দিন কাটাইল
  নিধনি গেইল ধনীর পাছ, পুছা গোংসা দূরত্ থাক
  ধর ডারকি কাট ঘাস।
- ত্যানার গোয়ায় পাইছে কাপড়,
  গোয়া করে **উপর-ফাপর**।
- পর হয়্যা দিলং লাথি
  যা ভুরা **যেত্তি সেত্তি।**
- মাকরায় ফান্দিছে জাল,
  মিছাং করিস **যাপাল-তাপাল**।

শব্দার্থ : (কামালি - কাজের মহিলা, গিরি - জোতদার, জুরে - সংগ্রহ করা, কোকায় - যন্ত্রনায় গোঙ্গানো, দ্যাওয়ে - অপদেবতা, ঝোকায় - ঝাঁকানো, সরিয়া - পচে গিয়ে, প্যাটভত্তি - পেটভরে, ভুরা - কলা গাছের ভেলা, মাকরা - মাকড়শা, মিছাং - মিছে, গোয়া - শরীর, ত্যানা - পূরোনো ছেড়া কাপরের টুকরো, ডারকি - ঘাস কাটার যন্ত্র)

অনুকার শব্দ : আলোচ্য প্রবাদ-প্রবচনগুলি থকে প্রাপ্ত অনুকার শব্দগুলি হল— নাচন কুদন, খায় দায়, খায়া দায়া, সারি সুরি, উড়াং বাইরাং, গল্‌ফে সল্‌পে, উপর ফাপর, যেত্তি সেত্তি, যাপাল তাপাল।

এছাড়াও রাজবংশী ভাষায় প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে এধরনের অনুকার শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

২. খ. ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ : মূলত কোন বাস্তব অথবা কোন কল্পনাপ্রসূত বস্তু বা উপাদানের ধ্বনি, কোন অনুভূতি বা অবস্থার প্রতিরূপ শব্দ যখন ভাষায় ব্যবহৃত হয় তখন সেই শব্দটিকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলা হয়। এধরনের শব্দযুক্ত রাজবংশী প্রবাদর কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল নিম্নে। যথা -

- ডাইরকা মাচের **ফরফরি**
  চ্যাংরা গিলার **ধরফরি**।
- তোলা মাটির কেলা য্যামন **হলফল** করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঐ মোতন নারীর যৈবন দিনাও দিনাও বাড়ে।

- ছাই **নেতপেতা** দুই কান কাটা
  আসমান দেখাইছে চিলা বেটা
  যাএ না জানে **টিপ্‌টিপির** ভাও
  তারে আগত্ টিপ্‌টিপাও।
- কাজও **শ্যালশ্যালা**,
  ভাতেও এক বেলা।
- বুড়িয়া ঘোড়ার **দপদপি** সার।
- **খোর খোরানি** চাষরে, **ধের ধেরানি** মই,
  চৈত মাসিয়া ইটা গিলার চক্ষু উলটিয়া নইল্।
- ঘসঘসিয়া চাষা।
- **চুলটুং ফুলটুং** কাথা,
- কাকড়ার ঘাড়ত মাথা।
- দেখিলে মনত পড়ে,
  না দেখিলে **ঠন্‌ঠন্** করে।
- বোজরুর ডাহার ভিতোরোৎ কল,
  উপরে দ্যাখ তুই **টল্‌টল্**।
- ভাত দিম **গোল্লত্ গোল্লত্**,
  ডাইল দিম্ পটুয়ার খোল্লত।
- মুই কর **ধকর পকর,**
  মোর আসিল্ বিয়ার খপর।

শব্দার্থ : (কেলা - কলা, য্যামন- যেমন, হলফল - স্বাস্থ্যবান, যৈবন - যৌবন, দিনাও দিনাও - প্রতিদিন, নেতপেতা - মাখামাখি, টিপ্‌টিপির - চোখ পিট পিট করা, নিকৃষ্ট মানের, দপদপি - হম্বিতম্বি, নইল্ - থাকা, ঠন্‌ঠন্ - শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া, ডাহার - গর্জন, ভিতোরোৎ - ভিতরে, ডাইল - খাবার ডাল, খোল্লত - আধারে, ধকর পকর - তরিঘরি, খপর - খবর)

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : উপরিউল্লিখিত প্রবাদবাক্যে ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি হল: ফরফরি, ধরফরি, হলফল, টিপ্‌টিপির, শ্যালশ্যালা, দপদপি, খোর খোরানি, ধের ধেরানি, ঘসঘসিয়া, চুলটুং ফুলটুং, ঠন্‌ঠন্, টল্‌টল্, গোল্লত্ গোল্লত্, ধকর পকর ইত্যাদি।

২. গ. শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ : 'শব্দদ্বৈত' এই শব্দেও মধ্যেই শব্দের দ্বিত্বতা লক্ষ করা যায়। যখন কোন একই শব্দের দুইবার ব্যবহারে শব্দটির অর্থের বিস্তার ও শ্রুতিময়তা বৃদ্ধি করা হয় তখন তাকে শব্দদ্বৈত বলা হয়। রাজবংশী শব্দভাণ্ডারে শব্দদ্বৈতের অসংখ্য উদাহরণ মেলে। যথা -

- **ত্যালে ত্যালে** একে,
  খালি খৈলার দুর্গতি দেখে।
- তুষের আগুন **তলে তলে** জ্বলে।
- খাজার উপর খাজা খাইলে
  মন **ডিগ ডিগ** করে।
- **ঝাঁকে ঝাঁকে** পখি পড়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আপন্ আপন্ আহার করে।

- **ধাই ধাই** করিয়া যাই, ঘাটে নাই মাও,
  খাই খাই করিয়া যাই, ঘড়ে নাই মাও।
- মাইয়ার ভাই আসিলে কালাই **গোরথ্ গোরথ্**,
  ভাতারের ভাই আসিলে খাটিয়া **কোরৎ কোরৎ**।
- গালি যাইবে **আলি আলি,**
  বসিয়া রবে চন্দ্রাবলী।
- জাউ **ধুম ধুম** করে,
  জাঙ্গি ভাঙ্গিয়া পড়ে।
- **টাঙ্গ টাঙ্গ** টোকরা,
  জ্যেঠোর সতে হামরা।
- পরার আশায় বউ নাঙ্গট
  বউ বেড়ায় মোর **ডোঙ্গত ডোঙ্গত**।
- বুড়ার সতে না করি পীরিত,
  খুকুর খুকুর কাশে।
  চ্যাংড়ার সতে না করি পীরিত,
  মুচুত মুচুত হাসে।
- টিকাত্ নাই ছাল বাকলা
  মদ খায় **আকলা আকলা**।
- যেইঠে দিবু তুই হাত,
  ভিতোর খালি ভুয়া আর ছল,
  পুড়ি হবে **ছারাৎ ছারাৎ**।

শব্দার্থ: (টিকাত্ - পশ্চাদ্দেশ, ভুয়া - ভুয়ো, বাকলা - বাকল, নাঙ্গট - উলঙ্গ, জাঙ্গি - মাঁচা)

শব্দদ্বৈত : উপরিল্লিখিত প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে শব্দদ্বৈতের যে দৃষ্টান্ত মেলে সেগুলি হল - ত্যালে-ত্যালে, তলে- তলে, ডিগ-ডিগ, ঝাঁকে-ঝাঁকে, টাঙ্গ-টাঙ্গ, ধুম-ধুম, আলি-আলি, গোরথ্-গোরথ্, ধাই-ধাই, খাই-খাই, ডোঙ্গোৎ-ডোঙ্গোৎ, খুকুর-খুকুর, মুচুৎ-মুচুৎ, আকলা-আকলা, ছারাৎ-ছারাৎ ইত্যাদি।

৩. রাজবংশী শব্দভাণ্ডার কেন্দ্রিক : প্রতিটি ভাষা সমৃদ্ধ হয় পারস্পরিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে। প্রায় প্রত্যেক ভাষায় এই ভাষিক আদান প্রদান লক্ষ করা যায়। কোন ভাষার শব্দভাণ্ডার যত সমৃদ্ধ হয়ে থাকে, সেই ভাষাটিও ততটাই সমৃদ্ধ হয়। রাজবংশী প্রবাদের মধ্যে নিজস্ব শব্দের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে রাজবংশী প্রবাদে উল্লিখিত কিছু বিদেশী শব্দযুক্ত প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া হল। যথা -

- এক পোয়া চাউলের ভাত ত্যারো **মোছল্মান**
  ঢিল করি ন্যাংটী পেন্দ হামারবাড়ীত্ **মেজমান**।
- হালুয়া হাল বোয়ায় **মুল্লুক** ভরিয়া,
  উপরত বিধাতা আচে নিত্তি ধরিয়া।
- কোচাত নাই কড়ি,
  অমর পুরত **কাছারি**।
- পিন্দিবার নেংটি নাই **দরগা** যাবার চায়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

- যদি থাকে **নসিবে**,
  আপনে আসিবে।
- প্যাটত নাই ভাত,
  ব্যারাশে মাজে দাঁত।
- চোরের মনত পুলিশ পুলিশ।
- দেশি কুত্তার **বিলাতি** ভোকন।
- পাঠা ভ্যাবায় বকরী নাচে,
  ইয়ার পাছোৎ **মহরম** আছে।

শব্দার্থ : (ত্যারো - তের, ঢিল করি - ঢেলা করে, ন্যাংটী - রাজবংশী পুরুষের পরিধেয় একখণ্ড বস্ত্র, হামার বাড়িত - আমাদের বাড়িতে, মেজমান - নিমন্ত্রিত, হালুয়া - কৃষক, হাল বোয়ায় - হল কর্ষণ করা, কোচাত - ক্রোড়ে, পিন্দিবার - পরিধেয়, যাক - যাকে, ভোকন - চিৎকার, ভ্যাবায় - চিৎকার, ইয়ার পাছোৎ - এর পর)

বিদেশি শব্দের ভাণ্ডার : আরবি শব্দ - মুল্লুক, দরগা, নসিবে, বকরি, মহরম। **ফার্সি শব্দ** - বিলাতি, কাছারি, মোছল্‌মান (আরবি 'মুসলিম' শব্দের ফার্সি রূপ), মেজমান। **ইংরেজি শব্দ** - ব্যারাশে, পুলিশ। এছাড়াও আরও অন্যান্য বিদেশী শব্দের প্রয়োগ রাজবংশী প্রবাদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

৪. রাজবংশী প্রবাদের তাৎপর্যতত্ত্বগত দিক : রাজবংশী প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশিত রাজবংশী ভাষার তাৎপর্যতত্ত্বগত দিকটি নিম্নে উপস্থাপিত হল -

৪.ক. বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ : ভাষার প্রয়োগে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপরীত অর্থযুক্ত শব্দের ব্যবহার করে থাকি। রাজবংশী ভাষায় প্রচলিত প্রবাদের মধ্যে এধরনের বিপরীত শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যথা -

- জান্ বান্দা যায়
  তেও কান্ বান্দা না যায়।"

আলোচ্য প্রবাদটিতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জীবনকে বেঁধে রাখা যায় কিন্তু কান অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়কে বেঁধে রাখ যায় না। এখানে একই সঙ্গে বেঁধে রাখা এবং বেঁধে রাখতে না পারার প্রসঙ্গ এসেছে। যা প্রবাদটির গভীর ততত্ত্ব প্রকাশে সহায়ক হয়েছে।

- জানঙ কথা ফাঁদ
  না-জানঙ কাথা পূন্নিমার চাঁদ।

যদি জানা থাকে তাহলে তা ফাঁদ, কিন্তু না জানলে তা যেন পূর্ণিমার চাঁদ। অর্থাৎ যে বিষয় অজানা তা যেন অনেক বেশী সুন্দর। তার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। এখানে একই সঙ্গে জানা ও না জানা বিপরীত শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে।

- নাই ঘরের খাই বেশী।

জোগান না থাকা এবং বেশী চাহিদা থাকা দুই পরস্পর বিপরীতার্থক। যেখানে বা যাদের কিছু নেই সেখানেই খাবার চাহিদা বেশী।

- খাইলে বিষ, না খাইলে নির্বিষ।

কোন কিছু খেলে বিষ না খেলে নির্বিষ। প্রবাদটিতে খাওয়া ও না খাওয়ার প্রসঙ্গটি ব্যক্ত করেছে।

- ঘাটাত্ দেখিলে পোড়ে মন,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাড়ীত গেইলে ঠন্‌ঠন্।

পথে দেখলে মন পোড়ে কিন্তু বাড়িতে গেলেই ভুলে যায়। একই সঙ্গে মনের মধ্যে আবেগের সঞ্চার এবং পরবর্তী মূহুর্তে সবকিছু গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়া। রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ বাক্যের গঠনে বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহারের আধিক্য লক্ষ করা যায়।

শব্দার্থ: (তেও - তবুও, জানঙ - জানা, কাথা - কথা, পূন্নিমার - পুর্ণিমা, ঘাটাত - পথে, গেইলে - গিয়ে, ঠন্‌ঠন্ - শুকিয়ে যাওয়া/ ঠাঁ ঠাঁ)

৫. বাক্য বিন্যাসগত : প্রবাদের ভাষার বাক্য বিন্যাসগত দিকটির আলোচনায় পুনরাবৃত্তি মূলক, নেতিকরণ মূলক এবং গদ্যমূলক বাক্যবিন্যাসের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল রাজবংশী প্রবাদের নিরিখে। যথা -

৫.ক. পুনরাবৃত্তি : যখন একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয় তখন সেই বাক্যটিকে পুনরাবৃত্তি মূলক বাক্য বলা হয়। রাজবংশী প্রবাদের ক্ষেত্রেও এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। যথা -

- খাইসতো চ্যাংগে খা,
  না খাইসতো চ্যাংগে খা।
- গু খাওয়া গরু গু খাওয়া ছাড়ে না।
- গান গান করি হলুং সর্বনাশ,
  তাং না ছাড়ং গানের পাছ।
- ঢাস পাদে ঢুস পাদে সে বউ মোর ভালা,
  ফুস ফাস পাদা বউ মর শরীল কইল্লে কালা।
- না খাং না খাং করে নাক থোব্‌গা মারে।
- নাউয়ের আগাল ব্যাচং, নাউয়ের আগাল ব্যাচং,
  ক্যানে জাংয়ই ভক্তি দ্যান হাগা টিকাত্ আচং।

শব্দার্থ : চ্যাংগে - এক প্রকার মাছ, খা - খাওয়া, হলুং - হলাম, পাছ- পেছন, কিল্লে - করলো, থোব্‌গা - চ্যাপ্টা বা চাপা দেওয়া, নাউ - লাউ, আগাল- শীর্ষদেশ, ক্যানে - কেনো, জাংয়ই - জামাই, ভক্তি - প্রণাম, দ্যান - দেওয়া, হাগা টিকাত - মলত্যাগ করা অবস্থায়, আচং - আছি।

পুনরাবৃত্তি মূলক শব্দ : আলোচ্য প্রবাদ-প্রবচনগুলিতে পুনরাবৃত্তি হয়েছে যে শব্দগুলিতে সেগুলি হল - খাইস্‌তো, গু, গান, পাদে, না খাং, নাউয়ের আগাল।

৫.খ. নেতিকরণ : রাজবংশী প্রবাদবাক্যের মধ্যে নেতিকরণ বিষয়টিও লক্ষ করা যায়। নঞর্থক বক্তব্যও যে শিল্প সুষুমামণ্ডিত হতে পারে নিম্নোক্ত উদাহরণগুলির মাধ্যমে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা -

- দানে দুর্গতি না খণ্ডে
  ছিল্লানে না খণ্ডে পাপ।
- না-পাকিবার কাটোল ভাদোর মাস।
- গির্জন দেওয়া বর্ষন নাই,
  ফোপারি সাপের বিষ নাই।
- কুশিয়ার আর সরিষা,
  না থ্যাতলাইলে অস বিরায় না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

শব্দার্থ : কাটোল - কাঁঠাল, ভাদোর মাস - ভাদ্র মাস, গির্জন - গর্জনকারী, দেওয়া - আকাশ/ মেঘ, ফোপারি - ফোঁস করা, কুশিয়ার - আঁখ, থ্যাতলাইলে - পেষন করা, অস - রস, বিরায় - বেরোনো।

৫.গ. গদ্যমূলক : প্রবাদ মূলত পদ্যমূলক হয়ে থাকে তবে গদ্যমূলক প্রবাদের দৃষ্টান্তও দেখা যায়। নিম্নে রাজবংশী প্রবাদের নিরিখে প্রবাদের ভাষায় গদ্যমূলক ভঙ্গিমার দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। যথা -

- পরার জিনিশ পায় হাগা টিকাত খায়।
- পরার মাতাত কাটোল ভাঙ্গিয়া খাওয়া।
- ঐ যে বোলে কয় মোর মতন আর আছে কায়।

৬. সন্দর্ভ কেন্দ্রিক : সন্দর্ভকেন্দ্রিক প্রবাদের দৃষ্টান্ত রাজবংশী সমাজে প্রচলিত প্রবাদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। এই সমাজে প্রচলিত প্রবাদগুলির সন্দর্ভকেন্দ্রিকতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইডিয়ম যুক্ত প্রবাদের দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদান করা হল। যথা -

৬. ক. ইডিয়ম যুক্ত প্রবাদ : ইডিয়ম বা বাগধারা বা বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ হল ছোট বাক্যাংশ যা আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তে সম্পূর্ণ পৃথক কোন বিশেষ অর্থ বা রূপক প্রকাশ করে থাকে। রাজবংশী সমাজে প্রচলিত কিছু প্রবাদমূলক বাক্যাংশ প্রচলিত আছে যেগুলিকে প্রবাদ বললে ভুল বলা হবে। এই বাক্যাংশগুলি রাজবংশী সমাজে প্রবাদের মতই প্রয়োগ হয়ে থাকে। যথা -

- গহীন জলের মাছ।
- অবতার কাণ্ড।
- উজাইনাগি করা।
- উড়ন্তি কাথা।
- উপর কাপুড়ি।
- এন্ধার ধুন।
- কলার পটুয়া।
- খুজাল ঝেচু।
- খৈপটা গপ।
- ঘুগুরি চালা।
- ডেকুয়া মরা।
- জিউ চাঙ্গারিত্ চরা।
- ঢোনা কাটা অধিকারী।
- নিধুয়া পাথার।
- ঘুগুর ফান।

উপরিউক্ত প্রবাদমূলক বাক্যাংশগুলি বহুলভাবে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং আজও এর ব্যবহার হয়ে চলেছে ব্যাপকভাবে। আলোচ্য প্রবাদগুলির বিশ্লেষণে এই সমাজের স্বকীয়তার দিকটি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

বর্তমান প্রবন্ধটিতে রাজবংশী প্রবাদের প্রেক্ষিতে এই সমাজের ভাষাতত্ত্বগত বিভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়েছে। যেমন— ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক দিক, তাৎপর্যতত্ত্বগত দিক, বাক্য বিন্যাসগত দিক, সন্দর্ভ কেন্দ্রিক দিক এবং শব্দভাণ্ডার কেন্দ্রিক আলোচনা করা হয়েছে রাজবংশী প্রবাদের নিরিখে। ধ্বনিতত্ত্বগত দিক থেকে অপিনিহিতি ও স্বরভক্তিমূলক ক্ষেত্রটি আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে রাজবংশী প্রবাদের ভাষায় অনুকার শব্দের প্রয়োগ, ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ এবং শব্দদ্বৈতের প্রয়োগ আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও প্রবাদের মধ্যে বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহারের প্রসঙ্গটি আলোকোপাত করা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 64
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 506 - 514
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়েছে এই প্রবন্ধে। শব্দভাণ্ডারগত দিক থেকে রাজবংশী ভাষায় ব্যবহৃত বিদেশী শব্দের উল্লেখ প্রবাদের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। রাজবংশী প্রবাদের এই সকল ভাষাতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ছাড়াও আরও বিভিন্ন ভাষাতত্ত্বগত দিক সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে এই ভাষার প্রবাদের মধ্যে, যা আলোচ্য প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হয়নি। তাসত্ত্বেও বলা যায় প্রবন্ধটি ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রাজবংশী প্রবাদ ও প্রবাদের ভাষার বিশিষ্ট্য ভঙ্গিমাটির সুচারু প্রকাশে সক্ষম।

Reference:

১. চক্রবর্তী, বামনদেব, উচ্চতর বাংলা ব্যকরণ, অক্ষয় মালঞ্চ, ২০১৪, পৃ. ৪৪
২. চক্রবর্তী, বামনদেব, উচ্চতর বাংলা ব্যকরণ, অক্ষয় মালঞ্চ, ২০১৪, পৃ. ৪৭

Bibliography:

চক্রবর্তী, বরুনকুমার, *লোকসংস্কৃতির সুলুক সন্ধানে*, পুস্তক বিপণি, ২০১০
চক্রবর্তী, বরুনকুমার, *লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ*, অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৩
চক্রবর্তী, বরুনকুমার, *বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র*, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০১৪
চক্রবর্তী, বিপ্লব, *ভারতীয় প্রবাদ : শৈলী ও স্বরূপ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৬
চৌধুরি, দুলাল, *প্রবাদ কোষ*, দে'জ পাবলিশিং, ২০১২
ডাকুয়া, অরবিন্দ, *রাজবংশী সমাজের প্রবাদ প্রবচন*, উপ্জনভুই পাব্লিশার্স, ২০০৪, মুদ্রিত।
দেব, রনজিৎ, *রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, দেশ প্রকাশন, ২০১৪
পাঠান, মোহাম্মদ হানীফ, *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি*, দ্বিতীয় খণ্ড, অবসর, ২০১৩
বর্মন, উপেন্দ্রনাথ, *রাজবংশী ভাষায় প্রবাদ-প্রবচন ও হেঁয়ালী*, জলপাইগুড়ি, ১৩৮৫ (বঙ্গাব্দ)।
বর্মন, কলীন্দ্রনাথ, *রাজবংশী অভিধান*, উপ্জনভুই পাব্লিশার্স, ২০১৫
বর্মন, পরিমল, *লোক উৎস*, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, উপ্জনভুই পাবলিশার্স, ২০১৪
বর্মন, দীনবন্ধু, *কথার ভিতর কথা*, অদ্বৈত কুটীর, ১৪২০ (বঙ্গাব্দ)।
বর্মা, দেবেন্দ্রনাথ, *রাজবংশীর নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়*, কিরাতভূমি (২৭) নববর্ষ সংখ্যা, ১৪২০ (বঙ্গাব্দ)।
বর্মা, দেবেন্দ্রনাথ, *রাজবংশী ভাষার ইতিহাস*, সোপান, ২০১২
বসাক, সুদেষ্ণা, *বাংলার প্রবাদ*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭
বর্মন, সুবোলচন্দ্র, *কোচ রাজবংশী সংস্কৃতির রূপরেখা*, দিপালী পাবলিশার্স, ২০১২
ভকত, দ্বিজেন্দ্রনাথ, *রাজবংশী ভাষা প্রসঙ্গ*, সেন্টার ফর এথনিক স্টাডিজ এ্যন্ড রিসার্চ গোলকগঞ্জ, ২০০৪
ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬২
মাইতি, প্রকাশকুমার, *আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা*, আরামবাগ বুক হাউস, ২০১২
শ, রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*, পুস্তক বিপণি, ১৪১৪ (বঙ্গাব্দ)
সাহা, সুমিতকুমার, *প্রান্ত দিনাজপুরের লোকসংস্কৃতি*, পত্রলেখা, ১৪০৮ (বঙ্গাব্দ)
সরকার, রেবতীমোহন, *নৃবিজ্ঞান পরিচয়*, দ্বিতীয় খণ্ড, নলেজ হাউস, ১৯৯৩
সেন, সুকুমার, *ভাষার ইতিবৃত্ত*, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩

সহায়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভ :

প্রধান, তপন রায়, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী প্রবাদ প্রবচন : একটি আর্থসামাজিক সমীক্ষণ', পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪
বর্মন, নবনীতা, 'রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন : নানা প্রেক্ষিতে অধ্যয়ন', এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৭